পাতা-১৪৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা।
Web: ttc.khulna.gov.bd
E-mail: ttckhul@yahoo.com

ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠানের নোটিশ

তারিখ: ০৭/০৪/২০২২ খ্রি.

অত্র কলেজের শিক্ষকদের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখ নিম্ন-বর্ণিত সিডিউল মোতাবেক ভার্চুয়াল সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে কলেজের সকল শিক্ষককে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে যথাসময়ে সংযুক্ত থাকার অনুরোধ করা হলো।

বিষয় : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG)

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক: প্রফেসর ড. শেখ মো: রেজাউল করিম

Zoom Meeting ID: 250 091 9912
Passcode: 280221
Dated: 10-04-2022, Time: 8.00 pm to 11.00 pm

০৭/০৪/২০২২

(প্রফেসর ড. শেখ মো: রেজাউল করিম)
আইডি নং ৮২২৫
অধ্যক্ষ
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা।
মোবাইল: ০১৭১৬-৭৩১০৪৭

সেমিনার

আয়োজনে: সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

বিষয়: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)

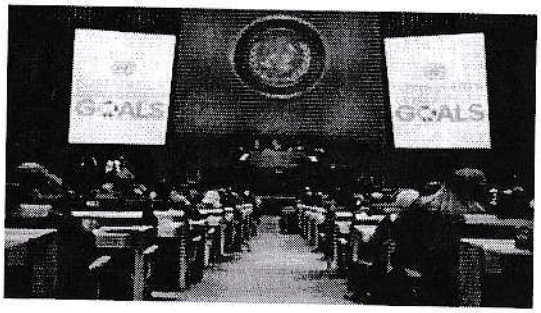

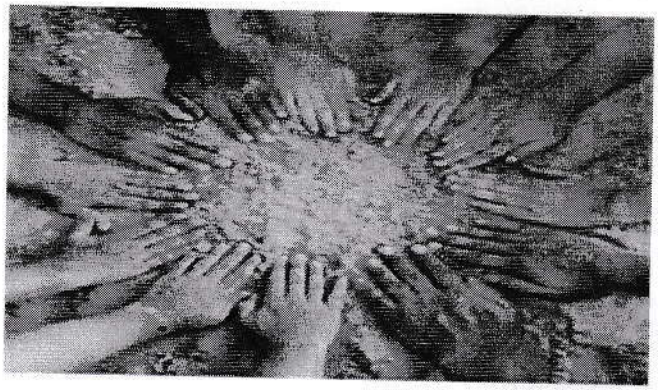

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য

বাংলাদেশ এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আমৃত্যু লালিত স্বপ্ন ছিল এদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা। সেই স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রগুলো ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন। তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর সরকার পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তাঁর সময়েই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করার পর দেশের উন্নয়নে এর বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থা, বৈদেশিক সাহায্য ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের সাহায্য নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ শুরু করে। তাঁর লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা এবং 'আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়' -মন্ত্রে দেশকে গড়ে তোলা। তারই বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি ২০১৫ সালের মধ্যে লক্ষ্য পূরণে অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই ভালো করেছে এবং দেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করেছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০১৬ সাল থেকে ১৭টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যগুলোকে ভিত্তি করে বাংলাদেশ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে টার্গেটভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, গুণগত শিক্ষা, বালিকা ও নারীর ক্ষমতায়ন, মা ও শিশুর মৃত্যু কমিয়ে আনা, সকলের অংশীদারিত্ব এবং টেকসই পরিবেশ গড়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

শিখনফল :

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ অনুমোদিত টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- যে কোনো ১টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যকে ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নের প্রবাহ চিত্র তৈরি করতে পারবে;
- জাতিসংঘ অনুমোদিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে সংবেদনশীল হবে।

পাঠ-১: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ অনুমোদিত টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব

পূর্ববর্তী শ্রেণিসমূহে আমরা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) সম্বন্ধে জেনেছি। এসডিজির মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সকল দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন ও ভারসাম্য আনয়ন। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলো একটি সুখী ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় নিয়ে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্য, ১৬৯ টি উদ্দেশ্য এবং ২৩০টি নির্ধারক স্থির করেছে। মূলত ২০১৬ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো তাদের নিজ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশও এ কার্যক্রম থেকে পিছিয়ে নেই। খুব গুরুত্বের সাথেই বাংলাদেশ এ অংশীদারীত্বের দায়িত্ব নিয়েছে।

আমাদের দেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এমডিজি এর লক্ষ্য ছিল ৮টি। এমডিজি অর্জনে সক্ষমতা দেখিয়ে বাংলাদেশ নিম্ন মাধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে জিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশে পৌছাতে হলে এসডিজি অর্জন করতে হবে। কোনো অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো উন্নয়ন, কিন্তু এই উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলাফল যদি ভয়াবহ হয় তাহলে তাকে টেকসই উন্নয়ন বলা যায় না। টেকসই উন্নয়ন হলো একটি সামগ্রিক ধারণা যেখানে মানুষের চাহিদা পূরণ করতে প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হবে, তবে নিঃশেষ হয়ে যাবে না বা ক্ষতি হবে না। উন্নয়নের ফলাফল বিবেচনা করে ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য আগেভাগেই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক্ষুধামুক্ত করতে অধিক ফসল ফলানো যেমন জরুরি তেমনি অধিক ফসল ফলাতে অপরিমিত কীটনাশক এর ব্যবহার স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা আনলেও তাকে টেকসই কৃষি উন্নয়ন বলা যাবে না। তাই খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কথা ভাবতে গিয়ে কীটনাশকের ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত মানের হতে হবে। সবার জন্য টেকসই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক অসমতা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সাথে সাথে পরিবেশ-বান্ধব নগরজীবন গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। এর জনসংখ্যার তুলনায় আয়তন সীমিত। সীমিত আয়তনে বিপুল জনসংখ্যার ভার বহন করতে অনাকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এতে জীবন ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ যদি এসডিজি অর্জন করতে সক্ষম হয় তাহলে যে সুফলগুলো আসবে তা হলো-

- সকল পর্যায়ে দরিদ্রতার অবসান হলে সমাজে বৈষম্য কমে আসবে। রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারবে।

- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা যাবে।

- টেকসই কৃষি ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে এবং আমরা কর্মঠ ও স্বাস্থ্যবান জনশক্তিতে পরিণত হব।
- গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত হলে সকলে সচেতন হবে এবং এই সচেতনতা এদেশের নাগরিকদের বহুমূখী সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখবে।
- জেন্ডার সমতা আনয়ন, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, জালানি সংকট নিরসনে নতুন উদ্ভাবন, কর্মসংস্থানের সমতা ও সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় থাকবে।
- অবকাঠামো বিনির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে সমকক্ষতা অর্জন সহজ হবে। বিশেষ করে জীব-জগতের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা এবং প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন থাকবে।
- কাঙ্ক্ষিত নগরায়ণ, উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুশাসন, বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়গুলো উন্নয়ন কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার পাবে, পাশাপাশি নাগরিকদের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করা সহজ হবে।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থাগুলো সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

কাজ - ১ : টেকসই উন্নয়ন কেন? কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যুক্তি উপস্থাপন কর।
কাজ - ২ : 'একমাত্র এসডিজি অর্জনের মাধ্যমেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে' -এই শিরোনামে শ্রেণিতে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

পাঠ- ২: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে করণীয়

আমরা পূর্ববর্তী পাঠে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের করণীয়ও কিন্তু কম নয়। আমরা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করি। যে সমাজে বসবাস করি সেই সমাজের অবয়ব মূলত দুইটি। একটি হলো প্রাকৃতিক অপরটি হলো সামাজিক। প্রাকৃতিক অবয়বই প্রাকৃতিক পরিবেশকে নির্দেশ করে। এর মূল উপাদান হলো মাটি, পানি, গাছপালা এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি ইত্যাদি। আর সামাজিক অবয়ব সামাজিক পরিবেশকে নির্দেশ করে। এর উপাদান হলো আমাদের ধর্ম, বর্ণ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি যা আমাদেরকে অন্য সমাজ থেকে আলাদা করতে পারে। এজন্য আমাদের উভয় পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে কাজ করতে হবে। এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন বিদ্যমান অবস্থাকে সাথে নিয়েই আমাদের উন্নত অবস্থা গড়ে তোলা যায়।

টেকসই উন্নয়নের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র হলো- ১. আমাদের পরিবেশ ২. অর্থনীতি ৩. সামাজিক সম্প্রদায়। আমরা যদি এ তিনটি ক্ষেত্রকে সবসময় বিবেচনায় রেখে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করি তাহলে সেটি হবে টেকসই উন্নয়ন। তাই টেকসই উন্নয়নের তিনটি ক্ষেত্র নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে।

টেকসই উন্নয়নে প্রধান তিনটি ক্ষেত্র

আমরা যদি আমাদের পরিবেশ নিয়ে ভাবি তাহলে প্রথমে আমাদের চিন্তা করতে হবে জলবায়ু নিয়ে। জলবায়ু সম্পর্কে আমরা সপ্তম শ্রেণিতে পড়েছি। বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী হচ্ছে। বাংলাদেশের জলবায়ুর উপর অনুকূল ও প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব লক্ষ করা যায়। অনুকূল আবহাওয়ার ফলে এদেশের মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। আবার প্রতিকূল আবহাওয়া এদেশের জনজীবনকে বিপন্ন করে যেমন- ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, কালবৈশাখি, টর্নেডো, অতিবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি দুর্যোগ মোকাবিলা করে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন, ক্রমাগত প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়ন, ভোগ-বিলাসিতাসহ সভ্যতার উৎকর্ষতার কারণে জলবায়ু তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। এতে পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে চলেছে এবং গ্রিন হাউজ প্রভাব আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। শুধু তা-ই নয় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। মানুষ ও প্রাণীকূল ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা ঠেকাতে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণের টেকসই প্রযুক্তি খুঁজতে হবে। তাহলে জলবায়ু পরিবর্তন হবে ঠিকই কিন্তু এ পরিবর্তনকে আমরা মোকাবিলা করতে পারব। এজন্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নয়, বরং তাঁর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বনভূমি আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম উৎস। দ্রুত নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বাড়িঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র ও জ্বালানির সংস্থানে বনউজাড় করা হচ্ছে। গাছ আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে মানব সমাজকে রক্ষা করে। মানুষের নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে প্রাণি ও উদ্ভিদকূলের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখে। একারণে আমাদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বার্থে গাছকাটার পাশাপাশি বনায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

টেকসই শহর ও সমাজের কথা চিন্তা করলে আমরা কি দেখতে পাই? শহরে বড় বড় দালান কোঠা, প্রয়োজনীয় শিল্প কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলো গড়ে তুললেই তাকে টেকসই শহর বলা যাবে না। সেখানে সুপরিকল্পিত বনভূমি, সুপেয় পানি, পরিশুদ্ধ জলাশয়, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, পার্ক, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

শহরের সমাজ ব্যবস্থা গ্রামের থেকে ভিন্ন। সেখানে দেখা যায় বাবা-মা উভয়েই কর্মসংস্থানের কারণে অধিকাংশ সময়ই বাইরে অবস্থান করে। ফলে সন্তানদির সমাজিকীকরণে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এজন্য শিশুদের লালনপালন, বৃদ্ধদের দেখাশোনা, যুবশ্রেণির প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন কেন্দ্র সমৃদ্ধ শহর বা নগর গড়ে তোলা প্রয়োজন। তখনই টেকসই নগরায়ণ সহায়ক হবে।

কাজ - ১ : পরিবেশ বান্ধব শহর গড়ে তুলতে হলে আমাদের করণীয় চিহ্নিত কর।
কাজ - ২ : টেকসই উন্নয়নে আমাদের করণীয় দিকসমূহ তুলে ধরে একটি পোস্টার পেপার ডিজাইন কর।
কাজ - ৩ : টেকসই শহর ও সমাজ টেকসই উন্নয়নের কোন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত আলোচনা করে বের

আমরা যদি আমাদের পরিবেশের ভারসাম্যের কথা চিন্তা করি তাহলে জলজ ও স্থলজ প্রাণি সংরক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। আমাদের রয়েছে বিশাল বঙ্গোপসাগর। এতে নানা ধরনের জলজ প্রাণী বসবাস করে। এরা আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। আবার বনের পশু-পাখি স্থলজ প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনে এদেরকে ক্রমাগত নিধন করি, কিন্তু এদের বংশ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের কথা না ভাবি, তাহলে একদিন আমাদের পৃথিবী থেকে এরা হারিয়ে যাবে। যেমন ডাইনোসরসহ অনেক প্রাণীই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের নিজেদের কারণেই এদেরকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের যে বিশাল ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, তাঁর প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ক্রমাগত বাঘ নিধনের ফলে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এটি একটি বিপজ্জনক সংকেত। জলজ

সম্পদের প্রধান উৎস হচ্ছে মৎস্যসম্পদ। আমাদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অনেক ধরনের মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ কারণে মৎস্যসম্পদ বাড়ানোর জন্য এমন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে যেন আমাদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তারা বিলুপ্ত হয়ে না যায়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জ্বালানি অপরিহার্য। জীবাশ্মজাত জ্বালানি পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে। এক্ষেত্রে কয়লা ও তেল এর ব্যবহার উল্লেখ করা যায়। এদের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির সম্মুখীন হচ্ছে। এজন্য আমাদের টেকসই জ্বালানি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। টেকসই জ্বালানি কর্মসূচি গ্রহণ করলে পারস্পরিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের অন্যান্য লক্ষ্যগুলোও অর্জিত হবে যেমন, জলবায়ু, শহর ও সমাজ এবং জলজ ও স্থলজ প্রাণী রক্ষা পাবে। সাশ্রয়ী মূল্যে দূষণমুক্ত জ্বালানি প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন প্রবাহের একটি প্রবাহ চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো:
গোবর/কচুরিপানা/গৃহস্থালি জলীয়জাত আর্বজনা ➔পচিয়ে জৈবসার (Compost)➔ উপজাত হিসেবে বায়োগ্যাস➔ জ্বালানি হিসেবে রান্নার কাজে ব্যবহার।

এইভাবে আমরা সূর্য থেকেও নবায়নযোগ্য সৌর জ্বালানি তৈরি করতে পারি, যা পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না।

কাজ : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নবায়ন যোগ্য জ্বালানির প্রবাহ চিত্র অংকন কর।

এবার আমরা অর্থনৈতিক বিবেচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করব। অর্থনৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে যেতে হলে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো সর্বক্ষেত্রে দরিদ্রতা নির্মূল করা। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনা এবং বণ্টন ব্যবস্থা যথাযথ হওয়া। পাশাপাশি দায়িত্বশীল ভোক্তা তৈরি ও উৎপাদন কৌশল বাস্তবায়ন করা। আর এজন্য উপযুক্ত কাজের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাজ করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাবে।

কাজ : অর্থনৈতিক বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের একটি দরিদ্রতা নির্মূলকরণ প্রবাহচিত্র অংকন কর।

টেকসই উন্নয়ন হলো এমন এক কর্মধারা যেখানে উন্নয়নের সাথে সাথে এর নেতিবাচক দিকগুলো প্রশমনে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ সংশ্লিষ্ট চিহ্নিত বিষয়গুলোর প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া, যেমন জেন্ডার সমস্যা বর্তমানের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আমরা জানি আমাদের সমাজে ক্ষমতা ও যোগ্যতায় নারীরা এখনও বেশ পিছিয়ে রয়েছে। এ পিছিয়ে পড়া তার প্রকৃতিগত অযোগ্যতা নয়। এটি শুধুমাত্রই পরিস্থিতিগত অযোগ্যতা। কারণ শারীরিকভাবে নারী ও পুরুষ আলাদা বৈশিষ্ট্যের হলেও সামাজিকভাবে তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে। এজন্য তাদেরকে অধিক সুযোগ দিয়ে একই সমান্তরালে নিয়ে এসে সমতা বিধান করতে হবে। এজন্য রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। সমাজের অর্ধেক অংশের উন্নয়ন যদি পিছিয়ে থাকে তবে আমরা আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবতে পারি না। নারীদেরকে যদি যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চলাচল, মতপ্রকাশের সুযোগ সুবিধা দিতে পারি তাহলে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। টেকসই উন্নয়ন ভাবনায় এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। শুধু নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিজের দেশের কথা ভাবলেই হবে না, অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করে অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থানে যেতে টার্গেটও স্থির করতে হবে। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা কমে আসবে।

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। জনগণ যাতে সুবিচার থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য দেশের সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর শক্তিশালী করতে হবে। প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং সে দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কাজ : সামাজিক বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের একটি প্রবাহ চিত্র অংকন কর।

আমাদের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ৫ টি উপাদানকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলছেন। এগুলো হলো, জনগণ → গ্রহ/পৃথিবী → উন্নতি → শান্তি → অগ্রগতি।

আমরা সবাই বিশ্বের সকল ভালো-মন্দ ও উন্নয়নের অংশীদার। বিশ্বের সব ধরনের উন্নয়ন, শান্তি স্থাপন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।
এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে সবার অংশগ্রহণ অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাধারণ নাগরিক, ছেলে- মেয়ে সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে। এভাবে বিশ্বের সকলের অংশগ্রহণে আমরা পাব একটি উন্নত (অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত) পৃথিবী যা সুন্দর বর্তমানকে টেকসই, সুন্দরতম, নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা একটি ধারণা মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো-

টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের করণীয়

আমরা এসডিজি অর্জনে কী কী করতে পারি তা জানতে পেরেছি। এখন এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।